পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় - ভুলভ্রান্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ১. ১৮. নীল নদ শুকিয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেল বলছে: "মিসর দেশ সম্পর্কে মাবুদের কথা এই: ... নীল নদের পানি শুকিয়ে যাবে, আর নদীর বুকে চর পড়ে তা ফেটে যাবে। খালগুলো দুর্গন্ধ হবে; মিসরের নদীগুলো ছোট হয়ে শুকিয়ে যাবে; নল ও খাগড়া শুকিয়ে যাবে; নীল নদের পারের সব গাছ-গাছড়াও শুকিয়ে যাবে। নদীর ধারের বীজ লাগানো ক্ষেত শুকিয়ে ফেটে যাবে; চারাগুলো শুকিয়ে উড়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। জেলেরা হায় হায় করবে আর নীল নদে যারা বড়শী ফেলে তারা বিলাপ করবে। যারা পানিতে জাল ফেলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। যারা মসীনার সুতা প্রস্তুত করে আর যারা পাতলা কাপড় বোনে তারা নিরাশ হবে। জগৎ-সংসারের সব ভিত্তি ভেংগে পড়বে আর দিন-মজুরেরা সবাই প্রাণে দুঃখ পাবে।" (যিশাইয়/ ইশাইয়া ১৯/১, ৫-১০, মো.-০৬)

পল টবিন (Paul Tobin) 'ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী' (Failed Prophecies) শিরোনামে লেখেছেন:

"This part of Isaiah, widely accepted by scholars to be written around the eighth century BC, is about 2750 years old. And in all this period of two and three quarters millennia, this prophecy has yet to be fulfilled! Moreover it is clear from the context that Isaiah prophecy was meant for the Egypt of his time. For it was with that Egypt that Isaiah and his people had a grievance against, and the prophecy was a warning to them. Obviously this is a clear example of an unfulfilled prophecy."

"গবেষকরা মোটামুটি একমত যে, যিশাইয়র পুস্তকের এ অংশটা খ্রিষ্টপূর্ব ৮ শতাব্দীর দিকে লেখা হয়েছে। তাহলে এ পুস্তকটা প্রায় ২৭৫০ বছরের পুরাতন। আর বিগত প্রায় পৌনে তিন সহস্রাব্দের মধ্যে যিশাইয়র এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। এছাড়া প্রাসঙ্গিকতা থেকে সুস্পষ্ট যে যিশাইয়া তাঁর যুগের মিসরের জন্যই এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে যুগের মিসরের বিরুদ্ধেই যিশাইয়া ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন। সুস্পষ্টতই বাইবেলের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিষয়ে এটা একটা পরিস্কার উদাহরণ।"[1]

ফুটনোট

[1] http://www.rejectionofpascalswager.net/prophecies.html

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14158

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন